—নিবেদন—

ভাষার উৎপত্তি ঠিক কখন, কোন সময়, কেমন ভাবে হয়েছিল, এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা কঠিন, একথা সত্য যখন প্রকৃতির অসীম দানের দ্বারা প্রতীক রচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সংকেত একটি রুদ্ধ জগতের মধ্য দিয়ে একটি মুক্ত জগতে প্রসার লাভ করল, তখনই সৃষ্টি হল ভাষার। আর উৎপত্তির এই কালপর্ব থেকেই মানুষ ভাষাকে পরিমার্জনের মাধ্যমে উন্নত রূপদান করার প্রয়াসে রত।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতবাসীর কাছে ভারতীয় আর্যভাষা বিশেষ অনুরাগের বস্তু হিসেবে স্বীকৃত। ভারতবর্ষে বহু ভাষাভাষী মানুষের একত্র সঙ্গম ঘটেছে এবং তার দ্বারাই ভারতীয় সংস্কৃতি উন্নত রূপ লাভ করেছে। প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন সংস্কৃতির বাহক জাতি তাদের সংস্কৃতিকে সঙ্গে করে ভারতে এসেছে এবং ভারতে তাদের সংস্কৃতিকে বিস্তারের চেষ্টা করেছে।

ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের পথ ধরে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের আরবী ফারসী শব্দের সহযোগে এক সময়ে উর্দু ভাষার জন্ম হয়েছে। বংশানুক্রমিক পরিচয়ে বাংলা এবং উর্দু দুই-ই একই বংশোদ্ভূত ভাষা। বাংলাদেশে এই দুই ভাষার পারস্পরিক সহাবস্থান দেখা গেছে। আর এই সূত্রেই এসেছে ধ্বনি, রূপ, শব্দের আদান-প্রদান।

ভারতীয় সংস্কৃতি মূলত আর্য সংস্কৃতি হলেও কালে কালে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংযোগে তা বহুমাত্রিক অভিধা লাভ করেছে। আর এই ভাবেই সংস্কৃতির সূত্রে ভারতীয় আর্য ভাষারও বিবর্তন ঘটেছে। বিবর্তনের পথ ধরে মাগধী প্রাকৃত অপভ্রংশ অবহট্টের খোলস ত্যাগ করে দশম শতাব্দীতে যে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছিল, পরবর্তীতে নানা সংস্কৃতির সঙ্গে সম্মিলনের ফলে তারও পরিবর্তন হয়েছে। অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে মুঘল আমলে ভারতীয় আর্য ভাষারই যে শাখাটি উর্দু ভাষা নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল, পরবর্তীতে তারও নানা রূপান্তর ঘটেছে। বাংলাদেশে এই দুই ভাষার পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে তারা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে গেছে।

বাংলা এবং উর্দু ভাষার এই পারস্পরিক সহাবস্থানের বিষয়ে কৌতূহলবশত অধ্যয়নের

সূত্রে আলাপ হয় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের অধ্যাপক সহনাজ নবী-র সঙ্গে। তাঁরই পরামর্শে আমি পশ্চিমবঙ্গ উর্দু একাডেমীর সঙ্গে যোগাযোগ করি। বাংলা এবং উর্দু ভাষার এই সম্পর্কের বিষয়টিকে ভাষাতাত্ত্বিক শৃঙ্খলায় গবেষণার জন্য আমার শিক্ষক মীর রেজাউল করিম আমার উৎসাহকে আরোও বর্ধিত করেন।

'বাংলা এবং উর্দু ভাষা—একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন', এই গবেষণা পত্রটিকে আমরা পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে ভারতীয় আর্যভাষা এবং সেই কালানুক্রমিক সারণীতে বাংলা এবং উর্দু ভাষার অবস্থান এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে উক্ত দুই ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। দুটি ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনির তালিকা, তাদের উচ্চারণ স্থান, উচ্চারণ প্রকৃতি এবং ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন সূত্র। তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। রূপিমের সাহায্যে শব্দগঠন প্রক্রিয়া, তার বৈচিত্র্য এবং রূপতত্ত্বের নানা ব্যাকরণিক সংবর্গ অনুযায়ী তার বিভিন্ন দিক। চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় বাক্যতত্ত্ব। উভয় ভাষার বাক্য গঠন এবং তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে উভয় ভাষার শব্দভাণ্ডারগত আলোচনা। বাংলা এবং উর্দু ভাষার শব্দভাণ্ডরের মধ্যে সাদৃশ্য তথা বৈসাদৃশ্যের দিকটি এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়।

যেকোনো কাজেই কিছু সমস্যা, কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। আমাদের এই কাজের মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। হিন্দী এবং উর্দু গ্রন্থ থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেখানে বাংলা লিপি ব্যবহৃত হওয়ার স্থানে স্থানে মূলের সঙ্গে উচ্চারণগত কিছু পার্থক্য ঘটেছে। এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

গবেষণার কাজে ব্রতী হয়ে যাদের অনুগ্রহ, উৎসাহ এবং উপকার লাভ করেছি, তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি আমার তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক মীর রেজাউল করীম এবং সহনাজ নবীকে। তাঁদের অদম্য উৎসাহ ব্যতীত এই মহৎ কার্যসম্পন্ন করা সম্ভব হোত না।

অক্লান্ত পরিশ্রম, ক্ষেত্রসমীক্ষা, আত্মত্যাগ সমস্ত কিছু ফলপ্রসূ হবে যদি এই গবেষণাপত্র বিদ্বজ্জনের প্রশংসা লাভ করতে সক্ষম হয়।

বিনয়াবনতা

জুলাই, ২০১১ সরস্বতী সরকার